যায়যায়দিন

04 MAR 2008

নকল বই পড়ছে শিক্ষার্থীরা

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বোর্ডের বইয়ের সঙ্কট কাটেনি

চলতি শিক্ষা বর্ষ শুরু হওয়ার দুই মাসেও মেহেরপুরসহ পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা বোর্ড বইয়ের সঙ্কট কাটছে না। পাশাপাশি প্রতি সেট বইয়ের দাম ২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। খুচরো বই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, হোলসেলারদের একটি সংঘবদ্ধ দল সিন্ডিকেট করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে বইয়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এ সুযোগে এক শ্রেণীর প্রকাশক নকল ও ভুলে ভরা বই বাজারে ছেড়ে লাখ লাখ টাকা আয় করছে। আর অভিভাবকরা কোনো উপায় না পেয়ে এসব বই বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। গত সপ্তাহে সরকার প্রয়োজনীয় আরো ১৮ লাখ বই বাজারে ছাড়লেও এর কোনো প্রভাব পড়েনি বাজারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ শিক্ষা বর্ষে যশোর শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য মেহেরপুরে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ড বইয়ের চাহিদা ছিল প্রায় ৫০ হাজার সেট। সে ক্ষেত্রে বাজারে বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে দেখা গেছে, চাহিদা অনুযায়ী বোর্ড বই নেই। কিছু বইয়ের দোকানে দু-এক কপি পাওয়া গেলেও তা কিনতে হচ্ছে চড়া দামে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক খুচরো বই বিক্রেতা জানান, হোলসেলাররা এনসিটিবির ঠিকাদারদের কাছ থেকে ১৭ ভাগ কমিশনে হোয়াইট প্রিন্টের বোর্ড বই কিনলেও পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে প্রতি সেট বইয়ে ২০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বেশি নিচ্ছে। বাজার ঘুরে দেয়া গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণীর এক সেট বোর্ড বইয়ের দাম ১৯০ টাকার জায়গায় বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২১০ টাকা পর্যন্ত। এভাবে সপ্তম শ্রেণীর বই ২০৩ টাকার জায়গায় ২৩০ টাকা থেকে ২৪০ টাকা। অষ্টম শ্রেণীর বই ২৩৫ টাকার জায়গায় ২৫০ থেকে ২৬০ টাকা এবং নবম শ্রেণীর বই ৫৫০ টাকার জায়গায় ৬২০ থেকে ৬৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জেলার খুচরা বই ব্যবসায়ীরা বলছে, বাজারে কোনো বোর্ড বই পাওয়া যাচ্ছে না। হোলসেলারদের কাছে পর্যাপ্ত বই থাকলেও তারা গায়ের দামের কমে দিচ্ছে না। তারপরও সঙ্গে নোট গাইড বই নিতে হচ্ছে। বই সঙ্কট ও দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারও দায়ী করলেন হোলসেলার ও ঠিকাদারদের।